দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 18 SEP 2007
পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ৭

জোট আমলে পাবলিক ভার্সিটিতে দলীয়ভাবে নিয়োগ পাওয়া ভিসি প্রোভিসিরা এখনও বহাল

মোশতাক আহমেদ ॥ দু'একটি বাদে দেশের সব ক'টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনও দলীয়ভাবে নিয়োগ পাওয়া বিএনপি-জামায়াত সমর্থক উপাচার্য, উপ-উপাচার্য এবং কোষাধ্যক্ষরা বহাল তবিয়তে রয়েছেন। বর্তমান নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইতিবাচক সংস্কার হলেও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনও খুব একটা সংস্কার হয়নি। জোট সরকারের আমলে নগ্ন দলীয়করণ, দুর্নীতিসহ নানা বিতর্কিত কর্মকাণ্ডে দেশের উচ্চ শিক্ষাকে যারা ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিল তারা এখনও বহাল তবিয়তে থাকায় অনেকে বিস্ময় প্রকাশ করে তাদের অবিলম্বে সরিয়ে নিরপেক্ষ, সৎ ও যোগ্য ব্যক্তিকে এসব গুরুত্বপূর্ণ পদে বসানোর দাবি জানিয়েছেন। অনেকে অভিযোগ করে বলেছেন, চারটি বাদে বাকি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, উপ-উপাচার্য এবং কোষাধ্যক্ষ নিয়োগে গঠিত সার্চ কমিটি এ ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে পারছে না।

বিগত বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের আমলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ নিয়ে চরম নৈরাজ্যকর ঘটনা ছিল আলোচিত। কেবল জোট সরকারের পাঁচ বছরেই বাইশটি (নতুনগুলো বাদে) পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঁচ হাজারেরও বেশি শিক্ষক কর্মকর্তা কর্মচারী নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে শিক্ষক দেড় সহস্রাধিক এবং সাড়ে তিন সহস্রাধিক কর্মকর্তা-কর্মচারী রয়েছে। সিংহভাগ নিয়োগের ক্ষেত্রেই নগ্ন দলীয়করণ, স্বজনপ্রীতি আর টাকার খেলা হয়েছে। মেধার পরিবর্তে দলীয় পরিচয়কে যোগ্যতার মাপকাঠি হিসেবে বিবেচনা করে খুনের মামলার আসামী থেকে শুরু করে বিএনপি- [illegible] হয়েছে শিক্ষকের আসনে। কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগে দলীয়করণের পাশাপাশি লাখ লাখ টাকার বাণিজ্য করেছে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উপাচার্য, উপ-উপাচার্য এবং কোষাধ্যক্ষের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতায় দলীয়করণ, অনিয়ম ও দুর্নীতির ঘটনা ঘটেছে। অনেকে সরাসরি দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত বলে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে। যারা এই নিয়োগের সঙ্গে জড়িত সেই উপাচার্য, উপ-উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষরাও নিয়োগ পেয়েছেন একইভাবে দলীয় পরিচয়ে। জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর পরই অন্যসব জায়গার মতো চর দখলের ন্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদও দখল হয়। আওয়ামী লীগ আমলে নিয়োগ পাওয়া উপাচার্যদের সরিয়ে তাদের স্থলে বিএনপি ও জামায়াত সমর্থক শিক্ষকদের উপাচার্যের পদে বসানো হয়। কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে রাতের আঁধারেও উপাচার্যের চেয়ার দখলের ঘটনা ঘটেছে। এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। উপাচার্যের মতো সব ক'টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে উপ-উপাচার্য এবং কোষাধ্যক্ষও দলীয়ভিত্তিতে নিয়োগ দেয়া হয়। আর দলীয়ভাবে নিয়োগ পেয়ে তারাও তাদের দলের এজেন্ডা বাস্তবায়নে মাঠে নামে। সমস্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে মেধার জলাঞ্জলি দিয়ে দলীয়করণ ও টাকাকেই প্রাধান্য দেয়া [illegible]

সংস্কারের ছোঁয়া লাগেনি

[illegible] চলছে। বর্তমান সরকারের আমলে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের আলোচিত উপাচার্য এরশাদুল বারী, টাঙ্গাইল মওলানা ভাসানীর অধ্যাপক খলিলুর রহমান এবং দিনাজপুর হাজী দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের বিদায় হলেও বাকি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনও বিএনপি-জামায়াত ঘরানার উপাচার্যরা বহাল তবিয়তে রয়ে গেছেন। দলীয়ভাবে নিয়োগ পাওয়া বিএনপি-জামায়াত সমর্থক উপাচার্যদের মধ্যে এখনও যাঁরা বহাল তবিয়তে আছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এসএমএ ফায়েজ, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক খন্দকার মুস্তাহিদুর রহমান, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আলতাফ হোসেন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বদিউল আলম, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মোশাররফ হোসেন, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ওয়াকিল আহমদ, শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যায়ের ড. এএম ফারুক, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম খান, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আবদুল লতিফ মাসুম, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আবুল খায়ের। অভিযোগ আছে, এসব উপাচার্যের আমলে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগে দলীয়করণ ও অনিয়ম অনেকটা প্রকাশ্যেই হয়েছে।

সরকারের নির্দেশে করা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের তদন্ত রিপোর্টে কিছু কিছু উপাচার্যের দুর্নীতির অভিযোগ প্রমাণিতও হয়েছে। কিছুদিন আগে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন সংস্কার করে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের আমলে নিয়োগ পাওয়া চার সদস্যকে সরিয়ে নতুন চার সদস্য নিয়োগ দেয়া হয়। এ জন্য তদন্ত কাজ কিছুটা পেছালেও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোঃ নজরুল ইসলাম জানান, নতুন সদস্যদের দিয়ে তদন্ত কাজ চলবে। চরম দুর্নীতি, অনিয়ম ও নগ্ন দলীয়করণের কারণে বেশ কয়েকটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে সরিয়ে দেয়ার কথা সার্চ কমিটির পক্ষ থেকে শোনা গেলেও এখনও তা কার্যকর হয়নি। সংশ্লিষ্ট মহলের অভিমত, জোট আমলে নিয়োগপ্রাপ্ত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল দলীয় উপাচার্যকে সরিয়ে তাঁদের স্থলে নির্দলীয় ও যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিকে নিয়োগ দেয়ার সময় এসেছে। অন্ততঃ দুর্নীতিবাজ উপাচার্যদের তাৎক্ষণিকভাবে অপসারণ করা উচিত বলে [illegible]